মুখবন্ধ

বাজেট বলতে সাধারণভাবে সরকারের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত পরিকল্পনাকে বুঝায়। তবে জাতীয় বাজেট শুধুমাত্র আয় ও ব্যয়ের হিসাব নয়, এর মাধ্যমে সরকারের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা হয়। জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতি সংবেদনশীল একটি সরকার হিসেবে আমরা জাতীয় বাজেটকে আপামর জনসাধারণের বহুমুখী প্রত্যাশা পূরণের কার্যকর বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান বাজেট ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বাংলাদেশের বাজেট ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের ধারা সূচিত হলেও এখনো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় বাজেট এখনো অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন- দুভাগে বিভক্ত। বাজেটের এ বিভাজন মূলত কৃত্রিম। ফলে অভীষ্ট লক্ষ্য এক হলেও অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ও সমন্বয়হীনতার সৃষ্টি হয় যা সুষ্ঠু বাজেট ব্যবস্থাপনার অন্তরায়। কাজেই জাতীয় বাজেটের কৃত্রিম বিভাজন দূর করে আমরা একীভূত বাজেট প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাই।

বাজেট ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের অংশ হিসেবে আমরা জেলাওয়ারি বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থাও চালু করতে চাই। কেন্দ্রীয় বাজেটে জেলা অথবা মাঠ পর্যায়ের জনগণের ইচ্ছার বা তাদের চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না। বিদ্যমান বাজেট ব্যবস্থায় কি পরিমাণ অর্থ একটি নির্দিষ্ট জেলায় ব্যয় হচ্ছে তা প্রদর্শনেরও সুযোগ নেই। আমরা সরকারি সম্পদ বরাদ্দে জেলা বা মাঠ পর্যায়ের জনগণের ইচ্ছা ও চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে চাই এবং দেশের বিভিন্ন জেলায় কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা জনগণকে জানাতে চাই।

একীভূত বাজেট ও জেলা বাজেট প্রণয়নের বিষয়ে অর্থ বিভাগ কর্তৃক একটি ধারণাপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ধারণাপত্রে একীভূত বাজেট এবং জেলা বাজেট প্রণয়নের সামগ্রিক দিকসমূহ বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া একীভূত বাজেট এবং জেলা বাজেট প্রণয়নের অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে কিভাবে একীভূত বাজেট এবং জেলা বাজেট প্রণয়নের ধারণা বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশ এবং কর্মপরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে। একীভূত বাজেট প্রণয়ন এবং জেলা বাজেট প্রণয়নের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিতে এ ধারণাপত্র সহায়ক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং সুশীল সমাজের সদস্যদেরকে এ বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে আমাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে অনুরোধ জানাই। এ ধারণাপত্র প্রণয়নে অর্থ বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা অবদান রেখেছেন আমি তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়

একীভূত বাজেট ও জেলা বাজেট
একটি ধারণাপত্র

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইটঃ **www.mof.gov.bd** ই-মেইলঃ **info@mof.gov.bd**

একীভূত বাজেট ও জেলা বাজেট
একটি ধারণাপত্র

মুখবন্ধ ii

১. ভূমিকা -- ১

২. বাংলাদেশের বিদ্যমান বাজেট ও বাজেট শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি -------------------- ২

২.১ বিদ্যমান বাজেট পদ্ধতি -- ২

২.২ বাজেটের আওতা -- ২

২.৩ বাজেট প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ------------------------------------ ২

২.৪ এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তন --- ৩

২.৫ বাজেটের শ্রেণীবিন্যাস -- ৩

২.৬ বাজেট শ্রেণীবিন্যাসের কাঠামো -- ৩

২.৭ বর্তমান শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ---------------------------------- ৫

৩. একীভূত বাজেট -- ৬

৩.১ একক বা একীভূত বাজেট -- ৬

৩.২ একীভূত বাজেট প্রণয়নের যৌক্তিকতা -- ৬

৩.৩ একীভূত বাজেট প্রণয়নের অন্তরায়সমূহ ------------------------------------- ৭

৩.৪ একীভূত বাজেটের রূপরেখা -- ৮

৪. জেলা বাজেট --- ৮

৪.১ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মাঠপর্যায়ের বাজেট ------------------------------ ৮

৪.২ জেলা বাজেট প্রণয়নের অন্তরায়সমূহ --- ১০

৪.৩ জেলা বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা --- ১০

৪.৪ জেলা বাজেটের রূপরেখা-- ১১

৫. উত্তরণের কৌশল-- ১১

৫.১ একীভূত বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য কৌশল--------------------------- ১১

৫.২ জেলা বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য কৌশল ---------------------------- ১২

৬. বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা -- ১৬

৬.১ একীভূত বাজেট প্রণয়ন -- ১৬

৬.২ জেলা বাজেট প্রণয়ন --- ১৬

৭. উপসংহার --- ১৭

একীভূত বাজেট ও জেলা বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত ধারণাপত্র

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিবছর সরকারের প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় সম্বলিত একটি বিবৃতি, যা বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি নামে অভিহিত, জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিকেই সাধারণভাবে বাজেট বলা হয়ে থাকে। বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা বাজেটে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিয়োজিত বিভিন্ন কর্মবিভাগ তথা মন্ত্রণালয়/বিভাগ ওয়ারী বরাদ্দ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আলাদা আলাদা মঞ্জুরি (Grants) হিসাবে বিবেচনায় নেয়া হয় এবং প্রত্যেক মঞ্জুরির আওতায় অনুন্নয়ন এবং উন্নয়ন ব্যয় পৃথকভাবে প্রদর্শন করা হয়। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে কেন্দ্রীয়ভাবে বাজেট প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় বাজেটে দেশের কোন ভৌগলিক এলাকা বা জেলাওয়ারী আয় বা ব্যয়ের কোন প্রাক্কলন প্রদর্শন করা হয় না।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈততা দূর করার লক্ষ্যে একীভূত বাজেট প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং একীভূত বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে একটি ফলপ্রসূ উপায় অচিরেই নির্ধারণ করা হবে মর্মে ঘোষণা প্রদান করেন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতায় জেলা অথবা মাঠ পর্যায়ের জনগণের ইচ্ছার বা তাঁদের চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন তথা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামী ২০১০-১১ অর্থবছরের বাজেটের সাথে জেলা বাজেট উপস্থাপন করারও ঘোষণা প্রদান করেন। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট বক্তৃতায় কী পরিমাণ সরকারি অর্থ একটি নির্দিষ্ট জেলায় ব্যয় হচ্ছে তা জানতে না পারার বিষয়টি উল্লেখ করে বিদ্যমান শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং উন্নয়ন প্রকল্প ছকে কিছু পরিবর্তন এনে প্রাথমিকভাবে প্রতিটি বিভাগের একটি জেলায় জেলা বাজেট প্রণয়নের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

এই ধারণাপত্রে একীভূত বাজেট এবং জেলা বাজেট প্রণয়নের সামগ্রিক দিকসমূহ বিশদভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া এবং কোড ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস ও সীমাবদ্ধতা। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে একীভূত বাজেট ও জেলা বাজেটের কাঠামো সম্পর্কেও ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া একীভূত বাজেট এবং জেলা বাজেট প্রণয়নের অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে কিভাবে একীভূত বাজেট এবং জেলা বাজেট প্রণয়নের ধারণা বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

## ২.	বাংলাদেশের বিদ্যমান বাজেট এবং বাজেট শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি

### ২.১	বিদ্যমান বাজেট পদ্ধতি

স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত সরকারের বাজেট সনাতন পদ্ধতিতে প্রধান খাত (১০১-সরকারের অঙ্গসমূহ, ১০২-বিচার বিভাগ, ১০৩-হিসাব ও নিরীক্ষা) অনুযায়ী প্রণয়ন করা হতো। এ সময়ে সরকারের ব্যয় দুভাগে বিভক্ত থাকতো। জাতীয় সংসদে প্রধান খাত অনুযায়ী অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের দাবী পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হতো। ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে কম্পিউটারভিত্তিক কোড শ্রেণীবিন্যাস প্রবর্তন করা হলেও বাজেটের এ বিভাজন থেকে যায়। আর্থিক সংস্কারের ধারাবাহিকতায় বাজেটের বিভাজন দূর করা অর্থাৎ একীভূত বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৪ সাল থেকে জাতীয় সংসদে একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যয়ের দাবী একটি মঞ্জুরির আওতায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হচ্ছে। মূলত এক্ষেত্রে একটি মঞ্জুরি দাবীর আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন উভয় প্রকার ব্যয়কে প্রদর্শন করা হয়। তবে কার্যত মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন পৃথক থেকে যায় যা এখনও অনুসৃত হচ্ছে।

### ২.২	বাজেটের আওতা

বাংলাদেশের বাজেটে সরকারি সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অধঃস্তন মাঠপর্যায়ের অফিসসহ সরকারের সকল আর্থিক লেনদেন সন্নিবেশিত করা হয়। কতিপয় Departmental Undertakings (যেমন বাংলাদেশ রেলওয়ে, ডাক বিভাগ), রাষ্ট্রীয় খাদ্য হিসাব - ইত্যাদি সম্পর্কিত লেনদেনও বাজেটে অর্ন্তভুক্ত থাকে। কিন্তু স্থানীয় সরকার বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের (State Owned Enterprises) আর্থিক লেনদেন বাজেটে অর্ন্তভুক্ত করা হয় না। তবে সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত অনুদান/ঋণ, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত ভর্তুকি, ঋণ এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্য লভ্যাংশ, সুদ ও আসল পরিশোধ ইত্যাদি বাজেটে প্রদর্শন করা হয়।

### ২.৩	বাজেট প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে দুটি মন্ত্রণালয় সরাসরি সম্পৃক্ত। মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী অনুন্নয়ন ব্যয় প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সরকারের কার্যবন্টন (Allocation of Business) অনুযায়ী সমগ্র বাজেট প্রণয়নের দায়িত্ব অর্থ বিভাগের বিধায় উন্নয়ন বাজেটের প্রাক্কলনও অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণয়ন করার কথা। কিন্তু উন্নয়ন বাজেটের ৯৫-৯৬ শতাংশ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) সমন্বয়ে গঠিত (বাকী ৪-৫ শতাংশ এডিপি বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থের স্থানান্তর) এবং এডিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণয়ন করা

হয়। ফলে এডিপি প্রণয়নের সুবাদে পরিকল্পনা কমিশন তথা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উন্নয়ন বাজেটের প্রাক্কলন নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

২.৪ এমটিবিএফ পদ্ধতি প্রবর্তন

আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইনের ১০(৪) ধারা অনুযায়ী মাননীয় অর্থ মন্ত্রী প্রতি বছর বার্ষিক বাজেটের সাথে মধ্যমেয়াদি বাজেট জাতীয় সংসদে পেশ করেন। সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকারের সাথে অর্থ বরাদ্দের এবং অর্থ বরাদ্দের সাথে কর্মকৃতির (performance) কার্যকর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করাই মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। এ পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে একটি একক ব্যয়সীমা প্রদান করা হয় এবং উক্ত ব্যয়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন উভয় প্রকার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে এর বাজেট প্রণয়ন করে। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নে অর্থ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ইতোমধ্যে ৩৩ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এমটিবিএফ পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে এবং আগামী অর্থবছরে অবশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকেও এ পদ্ধতির আওতাভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতিতে একটি একক ব্যয়সীমার মধ্যে বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট একীভূতকরণের উদ্যোগের সূচনা হলেও পৃথক প্রাক্কলন প্রণয়ন প্রক্রিয়া এখনো বিদ্যমান থাকায় বাজেটের মধ্যে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বরাদ্দের কৃত্রিম বিভাজন এখনো বিদ্যমান।

২.৫ বাজেটের শ্রেণীবিন্যাস

১৯৯৮ সালের ১ জুলাই তারিখে বর্তমান বাজেট শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। বর্তমান শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিতে সকল বাজেট লেনদেন ১৩ ডিজিটের কোড দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই ১৩ ডিজিট বিশিষ্ট কোড আবার নিম্নরূপ চারটি লেভেলে বিভক্তঃ

- লেভেল ১ ঃ সাংবিধানিক কোড- সরকারের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের বিধিগত প্রকৃতি ও আইনগত অবস্থান অনুযায়ী সাজানো (1 digit)
- লেভেল ২ ঃ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/অপারেশনাল গ্রুপ (4 digit)
- লেভেল ৩ ঃ অপারেশনাল ইউনিট/উন্নয়ন প্রকল্প (4 digit)
- লেভেল ৪ ঃ অর্থনৈতিক কোড (4 digit)

২.৬ বাজেট শ্রেণীবিন্যাসের কাঠামো

লেভেল-১ঃ সাংবিধানিক কোড

বিবরণ	কোড
প্রাপ্তি/জমা	
সংযুক্ত তহবিল	১
প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব	৬

বিবরণ	কোড
ব্যয়/পরিশোধ	
দায়যুক্ত	২
অনুন্নয়ন (অন্যান্য ব্যয়)	৩
উন্নয়ন	৫
প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব	৭

লেভেল-২ ও লেভেল-৩ কোডের উদাহরণ (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়)

লেভেল-২ কোড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/অপারেশনাল গ্রুপ	লেভেল-৩ কোড	অপারেশন ইউনিট/প্রকল্প
	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়		
	প্রশাসন		
২৯০১	সচিবালয়	০০০১	সচিবালয়
২৯০৫	স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩০৯১	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
		৩৪৫১	বেসরকারি এতিমখানা
		৩৯৬০	বয়স্কভাতা প্রদান কার্যক্রম
		৩৯৭০	অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা
	সমাজসেবা		
২৯৩১	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	০০০০	সমাজ সেবা অধিদপ্তর-সদর দপ্তর
২৯৩৩	জেলা কার্যালয়সমূহ	০০০০	জেলা কার্যালয়সমূহ
২৯৩৫	উপজেলা কার্যালয়সমূহ	০০০০	উপজেলা কার্যালয়সমূহ

লেভেল-৪ অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস

প্রকৃতি	প্রথম দুই অঙ্ক (প্রধান শ্রেণী/গ্রুপকে নির্দেশ করে)	দ্বিতীয় দুই অঙ্ক(নির্দিষ্ট আইটেমকে নির্দেশ করে)
বেতন	৪৫-বেতন	০১-কর্মকর্তাদের বেতন
ভাতা	৪৭-ভাতা	০৫- বাড়িভাড়া ভাতা
সরবরাহ ও সেবা	৪৮- সরবরাহ ও সেবা	১৯- পানি
মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	৪৯ - মেরামত	০৬ - আসবাব পত্র
সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৬৮- সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	০৭ - মোটর যান

উল্লেখ্য, *বিদ্যমান শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোতে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলার জন্য সুনির্দিষ্ট কোড বরাদ্দ রয়েছে।* যেমন ঢাকা জেলা এবং ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত সাভার উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত কোড হচ্ছে যথাক্রমে ১০১০ এবং ১০১৩ । তবে এ পর্যন্ত জেলা ও উপজেলা কোড কখনো ব্যবহার করা হয়নি।

বক্স-১

১৩ ডিজিট বিশিষ্ট কোড ব্যবহারের উদাহরণ

বিদ্যমান শ্রেনীবিন্যাস কাঠামোতে প্রত্যেকটি লেনদেনের জন্য ১৩ ডিজিট বিশিষ্ট কোড ব্যবহার করতে হয় যার মধ্যে লেভেল-১ এ এক ডিজিট বিশিষ্ট সাংবিধানিক কোড, লেভেল-২ এ চার ডিজিট বিশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তরের কোড, লেভেল-৩ এ চার ডিজিট বিশিষ্ট সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/প্রকল্পের কোড এবং লেভেল-৪ এ চার ডিজিট বিশিষ্ট অর্থনৈতিক কোড রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে **সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে কর্মরত একজন কর্মকর্তার বেতন বাবদ ব্যবহৃত কোড** নিচে দেখানো হলঃ

সাংবিধানিক কোড	প্রাতিষ্ঠানিক কোড	অপারেশন ইউনিট	অর্থনৈতিক কোড
৩	২৯৩১	০০০০	৪৫০১

এখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বেতন অনুন্নয়ন বাজেটভুক্ত অন্যান্য ব্যয়। কাজেই সাংবিধানিক কোড হিসেবে ৩ ব্যবহৃত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সমাজসেবা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা। কাজেই এখানে লেভেল-২ এ প্রাতিষ্ঠানিক কোড হিসেবে সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের কোড ২৯ এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের কোড ৩১ ব্যবহার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে কর্মরত। কাজেই লেভেল-৩ এ সমাজসেবা অধিদপ্তরের অপারেশন ইউনিট সদর দপ্তরের কোড ০০০০ ব্যবহার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একজন কর্মকর্তা কাজেই লেভেল-৪ এ অর্থনৈতিক কোড হিসেবে কর্মকর্তাদের বেতনের কোড ৪৫০১ ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৭ বর্তমান শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর সীমাবদ্ধতা

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে **১৩** ডিজিটের নতুন শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো ব্যবহার করে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করা হচ্ছে। কিন্তু এ শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যার উদাহরণ নিচে দেয়া হলঃ

- **লেভেল-৩ এ** জেলা ও উপজেলার জন্য সুনির্দিষ্ট কোড বরাদ্দ **থাকা সত্বেও অনুন্নয়ন বাজেটে একই লেভেলে বিভিন্ন দপ্তর/অপারেশন ইউনিটের কোড থাকায় জেলা পর্যায়ের অফিসওয়ারী প্রাক্কলন বাজেটে দেখানো সম্ভব নয়;**
- অপরদিকে উন্নয়ন বাজেটে লেভেল-৩ এ প্রকল্পের নাম দিতে হয়। ***ফলে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বনিম্ন স্তর যেমন জেলা/উপজেলা পর্যায়ে একটি প্রকল্পের আওতায় কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত আছে তা দেখানোর সুযোগ থাকে না***; এবং

- বিদ্যমান বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোতে সরকারি ব্যয়ের কর্মবিভাগভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস (Functional Classification) এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস (Economic Classification) এর সুযোগ থাকলেও কার্যক্রমভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস (Programme Classification) এর সুযোগ নেই।

৩. একীভূত বাজেট

৩.১ একক বা একীভূত বাজেট

একক বা একীভূত বাজেট বলতে ব্যয়ের প্রকৃতি নির্বিশেষে বাজেটে সমুদয় ব্যয়কে একত্রে প্রদর্শন করাকে বুঝায়। অনেক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে একক বাজেট পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। একক বাজেট পদ্ধতিতে কোন কর্মবিভাগের সমুদয় ব্যয় একত্রে প্রদর্শন করা হলেও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ব্যয় বরাদ্দকে ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস (Economic Classification) অনুযায়ী চলতি ব্যয় (Current Expenditure) ও মূলধন ব্যয় (Capital Expenditure)- এ দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রদর্শন করা হয়। অনেক উন্নয়নশীল দেশে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ব্যয়কে চলতি ব্যয় ও মূলধন ব্যয়ের পরিবর্তে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ***উন্নয়নশীল দেশসমূহ মূলত দাতা দেশ/সংস্থার সহায়তা প্রাপ্তির সুবিধার্থেই পৃথক উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করে থাকে***।

পাকিস্তান আমলে পঞ্চাশের দশকে মূলত দাতা দেশ/সংস্থার সহায়তা প্রাপ্তির সুবিধার্থেই পৃথক উন্নয়ন বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা চালু হয়েছিল এবং বাংলাদেশ সেই ব্যবস্থাই অনুসরণ করে আসছে। বর্তমানে কেবল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের আওতাভুক্ত প্রতিরক্ষা বাজেট (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বাজেট) ব্যতীত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের পৃথক উন্নয়ন বাজেট রয়েছে। উল্লেখ্য, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের (যেমন সকল নির্মাণ কাজ ও major procurement) অর্থ সংস্থান অনুন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে।

৩.২ একীভূত বাজেট প্রণয়নের যৌক্তিকতা

- ***বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণ অনুন্নয়ন বাজেট এবং পরিকল্পনা সেলের কর্মকর্তাগণ উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আবার কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থ বিভাগ অনুন্নয়ন বাজেট এবং পরিকল্পনা কমিশন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা উন্নয়ন বাজেট প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।*** মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়নের কাজ পৃথক ব্যক্তিবর্গ বা মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত হওয়ার ফলে সমন্বয়হীনতা ও অনেক ক্ষেত্রে দ্বৈততার সৃষ্টি হয়;
- একই ধরনের কাজের (যেমন বৃত্তি প্রদান, যানবাহন ক্রয়, নির্মাণ ও মেরামত) অর্থায়ন বর্তমানে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন উভয় বাজেটের মাধ্যমে করা হয় যা বাজেট শৃঙ্খলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;

- উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি এবং সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের ফলে অনুন্নয়ন বাজেটের আকার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে উন্নয়ন বাজেটের আকার ক্রমশ হ্রাস পেয়ে বর্তমানে মোট বাজেটের এক চতুর্থাংশের নীচে চলে এসেছে। তাছাড়া "অনুন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি", বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ অনেক উন্নয়নধর্মী ব্যয়ের অর্থায়ন বর্তমানে অনুন্নয়ন বাজেট হতে করা হয়ে থাকে। ফলে বর্তমানে পৃথক উন্নয়ন বাজেট রাখার তেমন কোন যৌক্তিকতা নেই;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রকল্পভিত্তিক সহায়তার পরিবর্তে সরাসরি বাজেট সহায়তার পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে পৃথক উন্নয়ন বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে; এবং
- অনুন্নয়ন বাজেটে বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোডওয়ারী বরাদ্দ দেখানো হয়। কিন্তু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক কোডওয়ারী বরাদ্দ দেখানো হয় না বিধায় ***উন্নয়ন বাজেটে বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোডওয়ারী বরাদ্দ প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না।*** ফলে সম্পূর্ণ বাজেটের (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (economic analysis) করা যায় না। অভিন্ন ফরম্যাটে একীভূত বাজেট প্রণয়ন করা হলে সম্পূর্ণ বাজেটের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (economic analysis) করা সম্ভব হবে।

৩.৩ একীভূত বাজেট প্রণয়নের অন্তরায়সমূহঃ

- বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেলেও প্রকল্প সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা থাকার কারণে ***পৃথক উন্নয়ন বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ পৃথকভাবে প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে***। ফলে পৃথকভাবে উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করতে হয়;
- ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে প্রবর্তিত ***নতুন বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে নতুন শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করা হয় না***। ফলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন উভয় প্রকার ব্যয়ের জন্য অভিন্ন কোড ব্যবহার এখনো চালু হয়নি বিধায় অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় অভিন্ন ফরম্যাটে প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না।
- পরিকল্পনা কমিশনের ম্যান্ডেট মূলত জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা (যেমন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন করা। পরিকল্পনা কমিশনের এ ভূমিকাকে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে জাতীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী দলিল প্রণয়নে পরিকল্পনা কমিশন অধিকতর কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হয়। **বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ছাড়াও প্রকল্প অনুমোদন, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং বার্ষিক উন্নয়ন**

কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠান (Central Planning Agency) **হিসেবে** পরিকল্পনা কমিশন বার্ষিক অর্থনৈতিক গতিধারা এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে।

- **প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি একীভূত বাজেটের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। প্রচলিত প্রকল্প পদ্ধতি পরিবর্তন করে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি বা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির মত খাতভিত্তিক কর্মসূচি (Sector Programme) গ্রহণ এবং সরাসরি বাজেট সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরণের কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রাধান্য পেতে পারে। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের মাধ্যমে মূলত প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দ নির্ধারণ তথা সম্পদ বন্টন করা হয়।** কিন্তু এমটিবিএফ পদ্ধতির আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় সভায় আরো কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করে সম্পদ বন্টনে পরিকল্পনা কমিশন যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.৪ একীভূত বাজেটের রূপরেখা

একীভূত বাজেট প্রণয়নের অন্তরায়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে একীভূত বাজেটের রূপরেখা নির্ধারণ করা সমীচীন হবে বলে মনে হয়। আমাদের প্রতিরক্ষা বাজেট বিভিন্ন দেশের একীভূত বাজেটের [যেখানে কোন কর্মবিভাগের সমুদয় ব্যয় একত্রে প্রদর্শন করা হয় এবং বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ব্যয় বরাদ্দকে ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস (Economic Classification) অনুযায়ী চলতি ব্যয় (Current Expenditure) ও মূলধন ব্যয় (Capital Expenditure)- এ দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রদর্শন করা হয়] সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও ***এ পর্যায়ে সকল মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাজেটের মডেল অনুসরণ করা বাস্তবসম্মত হবে বলে মনে হয় না।*** বিশেষ করে বৈদেশিক সহায়তার উপর নির্ভরশীলতার কারণে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ পৃথকভাবে প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা থাকায় প্রতিরক্ষা বাজেটের মডেল অনুসরণ করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। ***কাজেই উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ পৃথকভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রেখেই একীভূত বাজেটের রূপরেখা নির্ধারণ করা সমীচীন হবে বলে মনে হয়।***

৪. জেলা বাজেট

৪.১ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মাঠ পর্যায়ের বাজেট

অনেক উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ যেমন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, ফিলিপাইন এর সরকার পদ্ধতি ফেডারেল কাঠামোর। এ সব দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের নিচের পর্যায়ে প্রাদেশিক সরকার এবং সর্বনিম্ন ধাপে স্থানীয় সরকার রয়েছে। ***এসব দেশে সরাসরি জেলা বাজেটের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু জেলা বা সমপর্যায়ের ভৌগলিক এলাকার জন্য স্থানীয় সরকার রয়েছে যা এর আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন তথা বাজেট প্রস্তুত করে থাকে।*** এসব দেশে জেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের আয়ের উৎস হচ্ছেঃ স্থানীয় কর, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত হস্তান্তর এবং ঋণ। অন্যদিকে ব্যয়ের খাতসমূহ হচেছ রাজস্ব ব্যয় (সরকারি দপ্তরসহ), মানব উন্নয়ন খাতে ব্যয়,

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয়, মূলধন ব্যয়, সুদ ও আসল পরিশোধ ইত্যাদি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নেপালে জেলা বাজেট প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। পাকিস্তানে জেলা বাজেট প্রণয়ন করা না হলেও শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে জেলা বাজেটের অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয় । *সেখানে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, বিশেষায়িত ক্ষেত্র ব্যতীত, সাধারণত জেলার শিক্ষা বাজেট প্রণয়ন করে থাকেন। জেলা শিক্ষা বাজেটের ব্যয় জেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের নিজস্ব আয়, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত হস্তান্তর* ***(Transfer)*** *থেকে নির্বাহ করা হয়ে থাকে*।

বক্স-২

নেপালে জেলা বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া

নেপালে প্রতিবছর জেলা বাজেট প্রণয়ন করা হয়। জেলা বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেলা উন্নয়ন কমিটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। নেপালে জেলা বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- জেলা বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার শুরুতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (National Planning Commission) জেলা পর্যায়ের জাতীয় পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি সম্পর্কে জেলা উন্নয়ন কমিটির (District Development Committee) কাছে নীতিমালা প্রেরণ করে।
- জেলা উন্নয়ন কমিটি প্রত্যেক গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (Village Development Committee) এবং পৌরসভার কাছে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য তাদের বাজেট এবং কর্মসূচি প্রণয়ন করার জন্য পরিপত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানায়।
- গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও পৌরসভা ওয়ার্ড কার্যালয়, এনজিও এবং ভোক্তা কমিটি (consumer committee) এর মাধ্যমে খাতওয়ারি উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রস্তুত করা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনার জন্য গ্রাম/শহর পরিষদের (Village/Town Council) সভা আহবান করে।
- গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও পৌরসভা উক্ত সভার মাধ্যমে চূড়ান্ত খাতওয়ারি উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের তালিকা জেলা পরিষদে প্রেরণ করে।
- জেলা পরিষদে আলোচনার পর উক্ত তালিকা জেলা উন্নয়ন কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়। জেলা পর্যায়ের সরকারি দপ্তরসমূহও তাদের বাজেট জেলা উন্নয়ন কমিটির কাছে প্রেরণ করে।
- জেলা উন্নয়ন কমিটি জেলা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ের সরকারি দপ্তরসমূহের সাথে আলোচনা করে জেলা বাজেট চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিসমূহের সাথে দ্বৈততা এড়ানোর লক্ষ্যে জেলা বাজেট জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কাছে প্রেরণ করে।

৪.২ জেলা বাজেট প্রণয়নের অন্তরায়সমূহ

- পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের পৃথক বাৎসরিক বাজেট রয়েছে, কিন্তু জেলা পর্যায়ে compile করার পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় authority নেই;
- কেন্দ্রীয় বাজেটে জেলা পর্যায়ের দপ্তর/সংস্থার ব্যয় প্রাক্কলন প্রদর্শনের জন্য পৃথক কোড নেই;
- ***কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত প্রকল্পে জেলা বা উপজেলার জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হবে তা প্রকল্প ছকে দেখানোর ব্যবস্থা এবং বাজেট শ্রেণীবিন্যাসে প্রয়োজনীয় কোড নেই***; এবং
- সংযুক্ত তহবিলের সকল আয় ও ব্যয় সরকারের কেন্দ্রীয় বাজেটের অংশ। ***স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের লেনদেন সংযুক্ত তহবিলের অংশ নয় বলে সরকারের বাজেটে দেখানো হয় না।*** তবে সরকার থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদান বা ঋণ আকারে প্রদেয় অংক সরকারি বাজেটে অর্ন্তভুক্ত থাকে। ***ফলে কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারি বাজেটের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেটের integration এর ব্যবস্থা নেই***।

৪.৩ জেলা বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা

- বাংলাদেশ ভৌগলিক দিক থেকে ছোট দেশ হলেও জনসংখ্যার বিবেচনায় একটি বিশাল প্রশাসনিক ইউনিট অথচ এখনও বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়। এ ধরনের নজির বর্তমান বিশ্বে আর কোথাও নেই।
- প্রশাসনিক ইউনিট বড় হবার কারণে বাজেটের সকল ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকে যায়, যেমন-
    - সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ রাজস্ব আহরণ না হওয়া;
    - ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়নে জনগণের ইচ্ছার বা তাঁদের চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন না ঘটা;
    - সম্পদ বন্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য থেকে যাওয়া;
    - বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কার্যকর না হবার কারণে প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়া;
    - সম্ভাবনাময় জেলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্য কেন্দ্র থেকে লক্ষ্যমাত্রা (target) দেয়ার সুযোগ না থাকা; এবং
    - কেন্দ্রের উপর সকল ক্ষেত্রে নির্ভরশীল থাকা

৪.৪ জেলা বাজেটের রূপরেখা

ভৌগলিক দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার পৌর সভা, উপজেলা এবং ইউনিয়নসমূহকে নিয়ে একটি জেলা গঠিত হয়। সাধারণভাবে জেলার বাজেট বলতে সেই জেলার বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলনকে বুঝাবে। নিম্নের সারণিতে একটি জেলা বাজেটের নমুনা প্রদর্শন করা হলোঃ

সারণি-জেলা বাজেট

আয়	ব্যয়
স্থানীয় কর	রাজস্ব ব্যয় (সরকারি দপ্তরসহ)
কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরসমূহের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ স্থানান্তর	সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম
কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান	সুদ ও আসল পরিশোধ
ঋণ	মূলধন ব্যয়
অন্যান্য	জেলার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (স্থানীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত)
মোট আয়	**মোট ব্যয়**

৫. উত্তরণের কৌশল

৫.১ একীভূত বাজেটের ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য কৌশল

একীভূত বাজেট প্রণয়নের স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ***স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ পৃথকভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রেখেই একীভূত বাজেট প্রণয়ন করা যেতে পারে।*** প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় একটি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রথমেই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিটি অধিদপ্তর/সংস্থার বিদ্যমান অপারেশন ইউনিটসমূহের (যেমন সদর দপ্তর, জেলা কার্যালয়সমূহ, উপজেলা কার্যালয়সমূহ) বরাদ্দ প্রদর্শন করা হবে এবং এর অব্যবহিত পরেই সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ প্রদর্শন করা হবে। এ ক্ষেত্রে ***উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দও বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী প্রদর্শন করা হবে এবং এর ফলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সমুদয় ব্যয়কে চলতি ব্যয় বা রাজস্ব ব্যয় (Current Expenditure or Revenue Expenditure) এবং মূলধন ব্যয় (Capital Expenditure)- এ দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রদর্শন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে***। এ ব্যবস্থায় বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ প্রদর্শন করা হলেও পৃথক উন্নয়ন বাজেট থাকবে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে ৩৩ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এমটিবিএফ পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে এবং আগামী অর্থবছরে অবশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে এ পদ্ধতির আওতায় আনার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ***এমটিবিএফ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রাথমিক ব্যয়সীমা প্রদান করে মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামো প্রণয়নের জন্য বলা হয় এবং অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সচিব পর্যায়ের ত্রিপক্ষীয় সভায় মন্ত্রণালয়ের বাজেট***

কাঠামো ও ব্যয়সীমা চূড়ান্ত করা হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রদত্ত ব্যয়সীমার মধ্যে উক্ত মন্ত্রণালয় নিজেই অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকল্পওয়ারী বরাদ্দ নির্ধারণসহ তার বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। ফলে কোন মন্ত্রণালয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাবে তা পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক নির্ধারণের প্রয়োজন হবে না। তবে জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী ব্যয়সীমা নির্ধারণ তথা সম্পদ বরাদ্দে পরিকল্পনা কমিশন ভূমিকা পালন করতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে সকল মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাজেটের মডেল অনুসরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ***সেক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রকল্প পদ্ধতির পরিবর্তে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের (যেমন সকল নির্মাণ কাজ ও major procurement সহ যাবতীয় মূলধন ব্যয়) অর্থ সংস্থান এক বাজেটের আওতায় করা হবে।*** তবে উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে প্রয়োজনে সহায়তা গ্রহণের সুযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ***project tied ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে বাজেট সহায়তা (budget support) আকারে ঋণ গ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।*** সে ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশকে বাজেট সহায়তা আকারে কর্মসূচি/খাত (Programme/Sector) এর জন্য অর্থায়ন করতে অনুরোধ জানানো যেতে পারে এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি অথবা প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি এর মত কর্মসূচি একীভূত বাজেটের আওতায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৫.২ জেলা বাজেটের ক্ষেত্রে অনুসৃতব্য কৌশল

জেলা বাজেটের ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে তা করা যেতে পারে অথবা কিছু স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেও জেলা বাজেটের ধারণার বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে ***বিদ্যমান প্রশাসনিক ও আর্থিক কাঠামোর মধ্যে জেলা বাজেটের ধারণার বাস্তবায়ন শুরু করার লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণই অধিকতর বাস্তবসম্মত হবে বলে প্রতীয়মান হয়***। নীচে স্বল্পমেয়াদি কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করা হলঃ

বিদ্যমান শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর সংস্কার

- বিদ্যমান শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোতে প্রত্যেক জেলা ও উপজেলার জন্য কোড নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু এ যাবৎ কখনো জেলা ও উপজেলা কোড ব্যবহার করা হয়নি। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় Integrated Budgeting and Accounting Sysem (IBAS) এর Ministry Budgeting Module এ লেভেল-৩ এর অব্যবহিত পরে লেভেল-৪ এ জেলা কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ের জন্য *পৃথক কোড (৪ ডিজিট) সংযোজন করতে হবে। সেক্ষেত্রে শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোতে মোট কোড সংখ্যা বিদ্যমান ১৩ থেকে ১৭তে উন্নীত হবে।*

- নতুন শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোতে কোন কোন মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহের বাজেট প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে, আবার কোন কোন মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা নেই। যে সকল মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়সমূহের বাজেট প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে (যেমন সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয়) *সে সকল মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রত্যেক জেলার সম্পূর্ণ বরাদ্দ পৃথকভাবে প্রদর্শনের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সাথে উক্ত জেলার আওতাভুক্ত সকল উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয় এবং অন্যান্য কার্যালয়ের (যদি থাকে) বাজেট বরাদ্দ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।*

- বর্তমানে যে সকল মন্ত্রণালয়ের বাজেটে জেলা বা উপজেলা কার্যালয়সমূহের বরাদ্দ পৃথকভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেই অথবা আংশিক ব্যবস্থা রয়েছে (যেমন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়) *সে সকল মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বরাদ্দ বর্তমানে যেখানে রয়েছে (যেমন সদর দপ্তর) সেখান থেকে পৃথক করতে হবে এবং প্রত্যেক জেলার বরাদ্দ পৃথকভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে ।*

- উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন *প্রকল্পের মোট বরাদ্দ শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর লেভেল-৩ এ প্রদর্শনের বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল থাকবে।* তবে যে সকল জেলায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে সে সকল *জেলার বরাদ্দ প্রদর্শন করার লক্ষ্যে লেভেল-৩ এর অব্যবহিত পরে লেভেল-৪ এ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কোডের বিপরীতে বরাদ্দ প্রদর্শন করতে হবে।*

- বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে বাজেটে বরাদ্দকৃত যে সকল অর্থ পরিশোধ/ব্যয় হয়ে থাকে (যেমন, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত অনুদান, বয়স্কভাতা, ভিজিএফ, কাবিখা) *সে সকল অর্থ বাজেট প্রণয়নকালেই প্রচলিত নিয়মে সকল জেলা ও উপজেলার মধ্যে বন্টন করে* ***Ministry Budgeting Module*** *এ ডাটা এন্ট্রি করতে হবে।*

- প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কতিপয় ব্যয়ের (যেমন, সরকারি ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ, প্রতিরক্ষা ব্যয়, পদ্মা সেতুর মত প্রকল্প ব্যয়) জেলাওয়ারী বন্টন সম্ভব হবে না। কাজেই এ জাতীয় ব্যয় বাদ দিয়েই জেলাওয়ারী বরাদ্দ প্রদর্শন করতে হবে।

- জেলা বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোতে সংস্কারের প্রক্রিয়ায় উক্ত কাঠামোতে সরকারি ব্যয়ের কর্মবিভাগভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস (Functional Classification) ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস (Economic Classification) এর পাশাপাশি কার্যক্রমভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের (Programme Classification) সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

- **প্রকল্প ছকে পরিবর্তন-**
    - জেলা বাজেটে অনুন্নয়ন বরাদ্দের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জেলার উন্নয়ন বরাদ্দের প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হলে *বিদ্যমান প্রকল্প ছকে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে।* বর্তমানে প্রকল্প ছকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যয়ের অর্থের বছরভিত্তিক বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোডওয়ারী বরাদ্দ প্রদর্শন করা হয়। *জেলা বাজেটে প্রকল্প ব্যয় তথা উন্নয়ন ব্যয় প্রদর্শন করতে হলে প্রথমেই প্রকল্প ছকে যে সকল জেলা ও উপজেলায় সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে সে সকল জেলা ও উপজেলার বিপরীতে বরাদ্দ প্রদর্শন করা যায় এমন একটি ছক (table) সংযোজন করতে হবে।*
    - পরবর্তীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনকূলে প্রদত্ত/ধার্যকৃত বরাদ্দকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প ছকে প্রদর্শিত জেলা ও উপজেলাওয়ারী বিভাজন অনুসরণে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে উক্ত প্রকল্পের জেলাওয়ারী বরাদ্দ প্রদর্শন করবে।
- **উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে অভিন্ন কোড প্রবর্তন-**
    - বর্তমানে প্রকল্প ছকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যয়ের অর্থের বছরভিত্তিক বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোডওয়ারী বরাদ্দ প্রদর্শন করা হলেও বাজেটের ছকে উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী ডাটা এন্ট্রির ব্যবস্থা না থাকায় বাজেটে বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোডওয়ারী বরাদ্দ প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না।
    - *বাজেটের ছকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে বিস্তারিত অর্থনৈতিক কোডওয়ারী বরাদ্দ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে অভিন্ন কোড অনুসরণ করা যায়।*
- **জেলা বাজেট সংকলন এবং জাতীয় সংসদে উপস্থাপন-**
    - *বাজেটের প্রাক্কলন* সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে *চূড়ান্ত করার পর অর্থ বিভাগ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অনুমোদিত বরাদ্দকে জেলাওয়ারী বন্টন/প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাবে।* সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ জেলাওয়ারী বাজেট বরাদ্দ বন্টন এবং IBAS এর Ministry Budgeting Module এ লেভেল-৪ এ জেলা ও উপজেলার ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করবে। *অর্থ বিভাগের **Central Budgeting Module** এ প্রত্যেক জেলার সর্বমোট বরাদ্দ (সকল মন্ত্রণালয়ের সম্মিলিত বরাদ্দ) রিপোর্ট আকারে পাওয়া যাবে যা অর্থ বিভাগ জেলা ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত বাজেট বিবরণী হিসেবে জাতীয় বাজেটের সাথে সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবে।* তবে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জেলাভিত্তিক বরাদ্দের বিস্তারিত বিবরণ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে।

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্ত করার সাথে সাথে পরিকল্পনা কমিশন প্রত্যেক প্রকল্পের বরাদ্দকে জেলাওয়ারী বন্টন/প্রদর্শনের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জানাবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্প ছকে প্রদর্শিত জেলাওয়ারী বিভাজন অনুসরণে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে উক্ত *প্রকল্পের জেলাওয়ারী বরাদ্দ প্রদর্শন করবে এবং* ***IBAS*** *এর* ***Ministry Budgeting Module*** *এ লেভেল-৪ এ জেলাভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি সম্পন্ন করবে।*
- জেলা বাজেটের ডাটা এন্ট্রি, রিপোর্ট গ্রহণসহ পুরো প্রক্রিয়া সংযোজনী-১ ও সংযোজনী-২ এ প্রদর্শিত Flow chart অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।

দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার

জনগণের ইচ্ছার বা তাঁদের চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়ে মাঠ পর্যায়ের বাজেট প্রণয়নের জন্য জাতীয় এবং মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান কাঠামোতে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন হবে। এ ধরনের সংস্কারের পূর্বে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের কাঠামো পর্যালোচনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে। আলোচ্য সংস্কারের একটি সম্ভাব্য রূপরেখা নীচে দেয়া হলো-

- *জেলাপরিষদকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে নতুন দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে জেলা সরকার গঠনের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে;*
- *জেলার প্রায় সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থাকে (কতিপয় অফিস বাদে) নতুন কর্তৃপক্ষের কাছে ন্যস্ত করা যেতে পারে;*
- নবগঠিত কর্তৃপক্ষকে রাজস্ব আহরণ (স্থানীয় কর এবং যে ক্ষেত্রে সম্ভব কমিশন এজেন্ট হিসেবে কেন্দ্রীয় কর), ব্যয় বাজেট প্রণয়ন (উন্নয়ন কার্যক্রম নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণের ক্ষমতাসহ) ও অর্থ ছাড়ের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে;
- জাতীয় পর্যায়ে বাজেটের (সংযুক্ত তহবিল) সাথে প্রস্তাবিত জেলা বাজেটের যোগসূত্র স্থাপন করা যেতে পারে;
- এ সব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সত্ত্বেও বাজেট প্রণয়ন বা সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং জাতীয় সংসদের ভূমিকা ও কর্তৃত্ব অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।

জেলা সরকার গঠন বা জেলা পরিষদকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে নতুন দায়িত্ব প্রদানের ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী হবে। জেলা পরিষদকে কাজ/দায়িত্ব এবং বাজেট প্রদানের ফলে সার্বিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে বলেও আশা করা যায়। একই সাথে একটি অধিকতর কার্যকর বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে যা সরকারের সার্বিক দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে সহায়ক হবে।

পর্যায়ক্রমে জেলা বাজেটের ধারণার বাস্তবায়ন করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে জেলা পরিষদের বাজেট এর সাথে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ প্রদর্শন করে জেলা বাজেট প্রণয়ন করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জেলা পরিষদের বাজেট এর সাথে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বাজেট এবং জেলার অধীনস্থ উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বাজেট বরাদ্দ প্রদর্শন করে জেলা বাজেট প্রণয়ন করা যেতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে জেলা পরিষদের বাজেট এর সাথে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের বাজেট, জেলার অধীনস্থ উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের বাজেট এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয়ভাবে বাজেটে বরাদ্দকৃত যে সকল অর্থ পরিশোধ/ব্যয় হয়ে থাকে (যেমন, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত অনুদান, বয়স্কভাতা, ভিজিএফ, কাবিখা) সে সকল বরাদ্দ প্রদর্শন করে জেলা বাজেট প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৬. বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা

৬.১ একীভূত বাজেট প্রণয়ন

একীভূত বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে ৫.১ অনুচ্ছেদে সুপারিশকৃত কৌশলসমূহ প্রয়োগ/বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ পৃথকভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রেখেই একীভূত বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে জুলাই-আগষ্ট ২০১০ সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের সাথে আলোচনা;
- একীভূত বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০১০ হতে এ সংক্রান্ত ছক (Format) ও নীতিমালা (Guideline) প্রণয়ন এবং বাজেট ডাটাবেজে উক্ত ছক সংযোজনের কার্যক্রম শুরু;
- আগামী অর্থবছর থেকে সীমিত সংখ্যক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট একীভূত বাজেট পদ্ধতিতে প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
- দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাজেটের মডেল অনুসরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.২ জেলা বাজেট প্রণয়ন

জেলা বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে ৫.২ অনুচ্ছেদে সুপারিশকৃত কৌশলসমূহ প্রয়োগ/বাস্তবায়ন করা আবশ্যক হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর সংস্কার

- অর্থ বিভাগের বাস্তবায়নাধীন Deepening MTBF and Strengthening Financial Accountability শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পে বিদ্যমান কোড ব্যবস্থার সংস্কারের সংস্থান রয়েছে। কাজেই জেলা বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বাজেট শ্রেণীবিন্যাসে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/সংযোজনের কাজ শুরু করা যেতে পারে;

- বিদ্যমান শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাস এবং তা বাস্তবায়নের উপযোগী করার জন্য সময়ের প্রয়োজন। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০ সময়ে জেলা বাজেটকে গুরুত্ব দিয়ে জরুরি ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু করা যেতে পারে; এবং
- পাইলট ভিত্তিতে প্রথম বছরে অর্থাৎ ২০১১-১২ অর্থবছরের বাজেটে ৬ বিভাগের ৬টি জেলাকে নির্বাচন করা যেতে পারে।

উন্নয়ন প্রকল্প এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ছক সংশোধন এবং সংশোধিত ছক বাস্তবায়নঃ

- পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প ছকে জেলার তথ্য সন্নিবেশ করার লক্ষ্যে জুলাই ২০১০ থেকে কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে; এবং
- ডিসেম্বর ২০১০ এ সংশোধিত ডিপিপি/টিপিপি সংক্রান্ত আদেশ জারীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

কাঠামোগত সংস্কারঃ

- জেলা বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বাজেটের আকার ও পরিধির বিচারে বড় ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে আগামী আগষ্ট ২০১০ এর মাঝামাঝি সময়ে অর্থ বিভাগের উদ্যোগে একটি কর্মশালা (workshop) আয়োজন করা যেতে পারে;
- উক্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় বাজেট ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটি রাজস্ব আহরণ, ব্যয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য জেলা পর্যায়ে কতটা দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা যায় তা চিহ্নিত করবে এবং সে সম্পর্কে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করবে;
- অর্থ বিভাগ এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

৭. উপসংহার

রূপকল্পের স্বপ্ন অনুযায়ী ২০১২-১৩ সালের মধ্যে প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ এবং ২০১৭ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ অর্জন করতে হলে বর্তমান বাজেট ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন আনতে হবে। বাজেট ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ৩৩ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এমটিবিএফ পদ্ধতির আওতাভুক্ত করা হয়েছে এবং আগামী অর্থবছরে অবশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে এ পদ্ধতির আাওতাভুক্ত করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এমটিবিএফ পদ্ধতিতে সরকারের নীতি ও অগ্রাধিকারের সাথে অর্থ বরাদ্দের এবং অর্থ বরাদ্দের সাথে কর্মকৃতির (performance) যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এমটিবিএফ এর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা নিশ্চিত করতে হবে। বাজেট ব্যবস্থাপনার সংস্কার প্রক্রিয়ায় এমটিবিএফ পদ্ধতির আওতা সম্প্রসারণ এবং এ পদ্ধতির deepening এর পাশাপাশি একীভূত বাজেট ও জেলা বাজেট প্রণয়নের মত সংস্কার কার্যক্রমের বাস্তবায়নও শুরু করা প্রয়োজন। এ সকল সংস্কার কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনা তথা সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে।
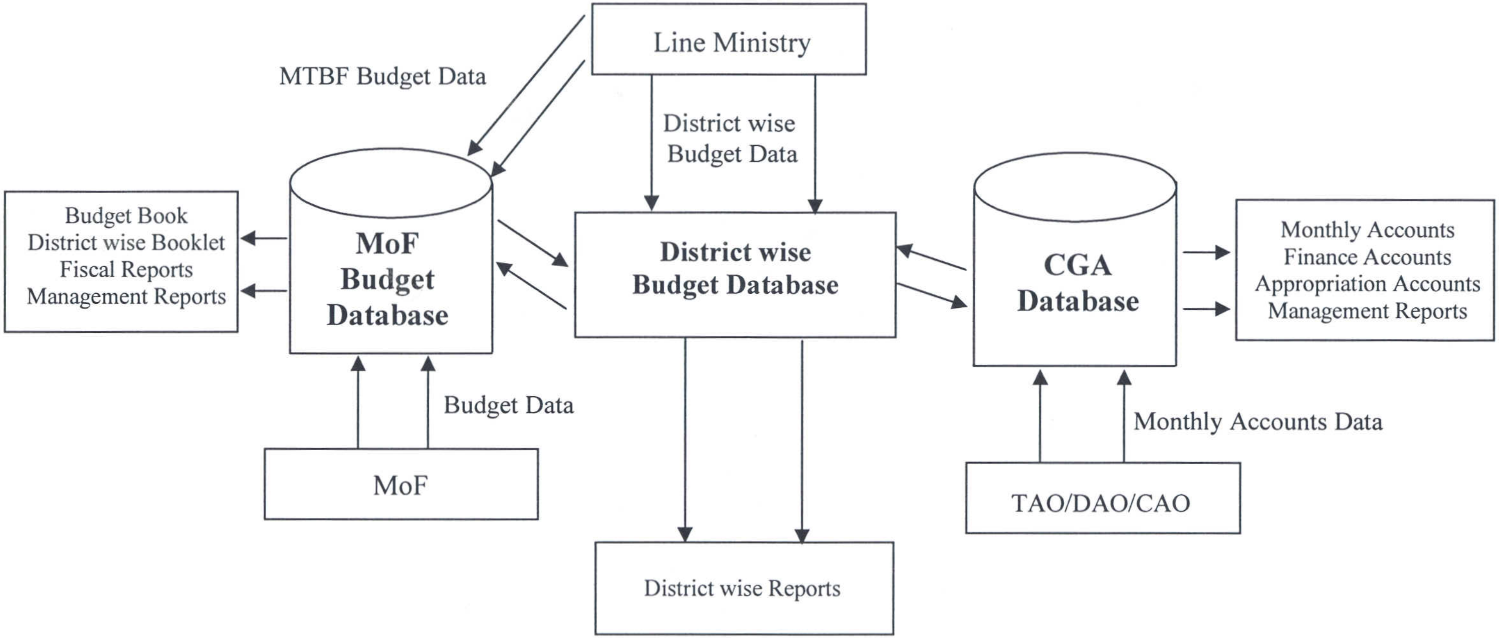
Financial Information Flow of District wise Budget Database